গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স কো-অর্ডিনেশন সেন্টার (NDRCC)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
web: www.modmr.gov.bd

নং ৫১.০০.০০০০.৪২৩.৪০.০০৪.২০১৭-৬০৮

তারিখঃ ১৫/০৬/২০১৮খ্রিঃ
সময়ঃ রাত ৯ .৪৫ ঘটিকা।

বিষয়ঃ দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন। (২য় বার)

পাহাড়িঢলে বাঁধ ভাংগন:

মৌলভীবাজার :

জেলা প্রশাসক, মৌলভীবাজার জানান যে, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ী ঢলে সৃষ্ট বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অতিবৃষ্টি ও পাহাড়ী ঢলে জেলার সকল নদ-নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে ১৩টি স্থানে বাঁধ ভেংগে ৫ টি উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আজ প্রায় সারাদিন বৃষ্টিপাত হয়েছে। জেলার শ্রীমংগল উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের ২,০৯০ টি পরিবারের ৯,৪৩৮ জন লোক, কুলাউড়া উপজেলার ৬টি ইউনিয়নের ২,৬৫০ টি পরিবারের ১১,৬৯৭ জন, কমলগঞ্জ উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন ও ১টি পৌরসভার ৫,১২৪টি পরিবারের ২১,৯৬৫ জন, রাজনগর উপজেলার ৩টি ইউনিয়নের ৬,০০০ পরিবারের ২৪,০০০ জন এবং সদর উপজেলার ৫ টি ইউনিয়ন ও ১ টি পৌরসভার ২,০০০টি পরিবারের ৯,৩২০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলায় মোট ১৭,৮৬৪ টি পরিবারের ৭৬,৪২০ জন লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ৫ টি উপজেলায় সর্বমোট ১৬ টি আশ্রয়কেন্দ্র খোলা হয়েছে। আশ্রয় কেন্দ্রে ৬৫২ জন লোক অবস্থান করছে। ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাসমূহ জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিদর্শন করা হযেছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের প্রদত্ত বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে ১৪৩ মেঃটন জিআর চাল ও ১,৮০,০০০/- টাকা জিআর ক্যাশ বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে জেলায় জিআর ৭,৯৭,০০০/- টাকাএবং জিআর চাল ২৬৮ মে.টন মজুদ আছে। পাহাড়ী ঢলে ১ জন ব্যক্তি মারা গেছে। মৃত ব্যক্তির নাম ইমন মিয়া ,পিতা আব্দুল কাদির মিজবাহ, গ্রাম হাটিকরাইয়া,উপজেলা রাজনগর,মৌলভীবাজার।

সিলেটঃ জেলা প্রশাসক, সিলেট জানান যে,সাম্প্রতিক পাহাড়ী ঢলে ৫টি উপজেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৩ টি উপজেলা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত উপজেলা সমূহের মধ্যে কানাইঘাট,গোয়াইঘাট ও জৈন্তা উপজেলার অবস্থার উন্নতি হয়েছে। গোয়াইন ঘাট উপজেলার নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। জকিগঞ্জ উপজেলায় পানি উন্নয়ন বোর্ডের বাঁধ ভেংগে যাওয়ায় জকিগঞ্জ পৌরসভার ৩টি ওয়ার্ডে পানি ডুকে পড়েছে এবং উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়ন পানিতে প্লাবিত হয়েছে। বিয়ানিবাজার উপজেলায় পৌরসভার ২টি ওয়ার্ডে পানি প্রবেশ করেছে। উপজেলার কিছু কিছু ইউনিয়নের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্র প্রস্তুত আছে। তবে এখনও ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। ত্রাণ সামগ্রী মজুদ আছে। প্রয়োজনে বিতরণ করা হবে। সুরমা ও কুশিয়ার নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে এবং ডাউকি নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ সারাদিন কোন বৃষ্টিপাত হয়নি।

ফেনী:

জেলা প্রশাসক, ফেনী তাঁর পত্রের মাধ্যমে জানান যে, বিগত ১০ জুন ২০১৮ হতে ১২ জুন ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত ক্রমাগত বৃষ্টিপাত ও পাহাড়ী ঢলের প্রভাবে ফেনী জেলার মুহুরী ও সিলোনিয়া নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে বিপদসীমা অতিক্রম করায় মহুরী নদীর ফুলগাজী উপজেলার অংশে ৮টি স্থানে ভাংগনের ফলে ফুলগাজী উপজলোর ৫টি ইউনিয়নের ২০টি গ্রামের ৩৫০০ পরিবারের ৬৯৬টি ঘরবাড়ী আংশিক ও ৪টি ঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় এবং পরশুরাম উপজেলার অংশে মহুরী নদীর বাঁধের ৪টি স্থানে ও সিলোনিয়া নদীর ২টি স্থানে ভাংগনের ফলে চিথলিয়া ও মির্জানগর ইউনিয়নের ১৯টি গ্রামের ২২৫০টি পরিবারের ৭০০ ঘরবাড়ী আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ছাগলনাইয়া উপজেলার ১০গ্রামের ৫৯৮পরিবারের ১৯৩টি ঘরবাড়ীআংশিক ও ৭ টিঘরবাড়ী সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক দেয়া বরাদ্দ হতে জেলা প্রশাসন কর্তৃক পরশুরাম উপজেলার ক্ষতিগ্রস্তদের তাৎক্ষনিকভাবে ১,৫০,০০০/- টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে এবং ফুলগাজী উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ৪টি পরিবারের ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ৮ বান্ডিল ঢেউটিন ও ২৪,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছেএবং ২ মে:টন জিআর চাউল প্রদান করাহয়। ছাগলনাইয়া উপজেলার সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী পুনঃনির্মাণের জন্য ১৪ বান্ডিল ঢেউটিন ও ৪২,০০০/- টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।